ভোরের কাগজ

4

SEP. 0 ৩ 1999

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ১

কক্সবাজারে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা

মুহাম্মদ আলী জিন্নাত, কক্সবাজার থেকে : ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে কক্সবাজারে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। দুর্নীতি অনিয়মের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অকালে ঝরে পড়া সন্তানদের স্কুলমুখী করার সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

অভিভাবক, স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, স্কুল পরিচালনা কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, এমনকি স্কুল শিক্ষকদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনিয়ম, দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ খতিয়ে দেখা গেছে, শহর এলাকার চেয়ে নিভৃত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত স্কুলসমূহের মধ্যে অনিয়ম, দুর্নীতির প্রবণতা বেশি।

এদিকে কুতুবদিয়া, টেকনাফ ও উখিয়া থানার অসংখ্য স্কুলের অভিভাবক ও স্থানীয় দায়িত্বশীল মহলের কাছ থেকে চাল-গম বরাদ্দে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। টেকনাফের শামলাপুর ইউনিয়নের ৩১ জন অভিভাবক লিখিত এক অভিযোগে জানান, প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি পরস্পর যোগসাজশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বশে এনে চাল-গম আত্মসাৎ করেছেন। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে আরো জানা যায়, গমের বদলে গ্রামাঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের আটা দেওয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতির সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, সরকারি প্রক্রিয়া বা নিয়মেই অঘোষিতভাবে অনিয়ম, দুর্নীতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত চাল বা গমের জন্য পরিবহন বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তাই চাল-গম বিক্রি করে তা পুষিয়ে নিতে হয়।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, সরকার একজন ছাত্রের জন্য মাসিক ১২ কেজি চাল বরাদ্দ করলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্র প্রতি চাল দেওয়া হয় কেজি কিংবা ১০ কেজি। অন্যদিকে ১৫ কেজি গম বরাদ্দ থাকলেও প্রতিজন ছাত্রকে দেওয়া হয় ১২ থেকে ১৩ কেজি।